যুগান্তর

তারিখ ..... পৃষ্ঠা ..... কলাম ..৬..

ভিসি পদের জন্য চলছে দৌড়ঝাঁপ

অভিভাবকহীন বাকৃবি

অমিত রায়/আশিকুল ইসলাম মারুফ, *ময়মনসিংহ ব্যুরো*

গত ১৫ দিন ধরে অভিভাবকহীন রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়োগবাণিজ্য, নারী কেলেংকারিসহ প্রশাসনিক নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে টানা আন্দোলনের মুখে ৭ এপ্রিল অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ভিসির পদ থেকে সরে দাঁড়ান মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড মো. রফিকুল হক। ভিসি নিয়োগ না দেয়ায় প্রশাসনিক শূন্যতায় স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। স্বাক্ষর আর সিদ্ধান্তের কারণে স্তূপ জমেছে গবেষণা, নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পের শত শত ফাইল। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাকৃবির ভিসি পদে নিয়োগ পেতে গত কয়েক মাস ধরেই লবিং-গ্রুপিং ও দৌড়ঝাঁপ অব্যাহত রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন শিক্ষকের। কে হচ্ছেন ভিসি— এ নিয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্রলীগসহ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চলছে নানা আলোচনা ও কৌতূহল। সবাই এখন তাকিয়ে আছে সরকারের দিকে। তবে সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা একজন সৎ, সাহসী ও নির্ভীক ভিসি নিয়োগ হোক।

স্থবির বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম

এদিকে ভিসির পদত্যাগ আন্দোলনের কয়েক ধাপে প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করেন আওয়ামীপন্থী ৬১ জন প্রভাবশালী শিক্ষক। বর্তমানে ভিসির পাশাপাশি ওই পদগুলোও শূন্য রয়েছে। কিন্তু ভিসি পদত্যাগের পর ১৫ দিন অতিবাহিত হলেও ওই পদে এখনও কাউকে নিয়োগ দেয়নি সরকার। এমনকি ভারপ্রাপ্ত হিসেবেও কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব পালন করছেন ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ডিন। তবে এ দায়িত্ব সরকারি বিধিসিদ্ধ না হওয়ায় ভিসির প্রকৃত দায়িত্ব পালন করছেন না তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল খালেকও অসুস্থ হয়ে ছুটিতে আছেন। ফলে কার্যত স্থবির হয়ে আছে দেশের কৃষি শিক্ষার প্রাচীন ও দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ এ বিদ্যাপীঠ। বিতর্কিত ৩০৭ কর্মচারী নিয়োগসহ ১৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুলতানা রাজিয়া হলের তৃতীয় শ্রেণীর এক নারী কর্মচারীর সঙ্গে ভিসির গোপন কথোপকথনের কয়েকটি অডিও ফাঁস হয়। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে ওই অডিও এবং কয়েকটি স্থির চিত্র। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সব মহলে শুরু হয় তোলপাড়। দাবি ওঠে ভিসির পদত্যাগের। আন্দোলনে একে একে মাঠে নামে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের একাংশ, আওয়ামীপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষক সমিতি। এরপর প্রশাসনিক পদগুলো থেকে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা গণপদত্যাগ করায় বন্ধ হয়ে যায় দাফতরিক কাজ। এরপর ৩১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার সমর্থিত আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম নেতারা সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভিসির অপসারণ ও তদন্ত দাবি করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি ভিসির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগসহ নারী কেলেংকারির অভিযোগের সত্যতা তুলে ধরে ৬ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। এরপর নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ৭ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অসুস্থতা ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন ভিসি অধ্যাপক ড মো. রফিকুল হক। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দকার শরীফুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। শিক্ষা গবেষণা ও দাফতরিক কাজকে গতিশীল করতে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মো. এনামুল হক জানান, বর্তমানে ক্লাস-পরীক্ষা চলছে। কিন্তু নতুন ভিসি নিয়োগ না হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা বিরাজ করছে। ভিসি হতে চান শিক্ষক সমিতির সদ্য বিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুল হক সংসদ ও কৃষি অনুষদীয় ছাত্র সমিতির নির্বাচিত সহসভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি বরিশালে। ভিসি হতে পারেন ড. মো আলী আকবরও। পশুপুষ্টিবিষয়ক বিজ্ঞানী ড. মো. আলী আকবর ভারপ্রাপ্ত ভিসি, ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক, হল প্রভোস্টসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে ছিলেন। বর্তমানে দেশের একমাত্র খাদ্য নিরাপত্তাবিষয়ক ইন্সটিটিউট আইসিএফের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া ভিসি হতে পারেন বাকৃবির সাবেক ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুলতান উদ্দিন ভূঁইয়া, সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. শহিদুর রহমান খান, সাবেক ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের চৌধুরী, পশুপালনের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. জসিমউদ্দিন খান।